দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলাম

ড. ইউসুফ আল কারজাভি (রহ.)

অনুবাদ
শায়খ মাহমুদুল হাসান

]

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

সূচিপত্র

দারিদ্র্য সমস্যা ও মানুষের বিভিন্ন মতবাদ	**১৭**
সন্ন্যাসবাদ	১৭
অদৃষ্টবাদ	১৮
ব্যক্তিগত অনুদানবাদ	১৯
পুঁজিবাদ	১৯
মার্কসবাদ	২১
দরিদ্রতার ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি	**২৩**
ক. ইসলাম সন্ন্যাসবাদের বিরোধী	২৩
আকিদার জন্য এক হুমকি	২৪
চরিত্র ও নৈতিকতার জন্য হুমকি	২৬
সুস্থ ও সূক্ষ্মচিন্তার জন্য এক বিরাট হুমকি	২৭
পরিবারের জন্য হুমকি	২৭
সমাজ ও সামাজিক স্থিতিশীলতার জন্য হুমকি	৩০
খ. ইসলাম অদৃষ্টবাদের বিপক্ষে	৩১
আল্লাহর বণ্টনের ব্যাপারে ‘কানায়াত’ বা সন্তুষ্টির অর্থ	৩২
গ. ইসলাম দারিদ্র্য সমস্যার সমাধানে দান-সাদাকা নির্ভরতার বিরোধী	৩৮
ইসলাম পুঁজিবাদী দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধী	৪০
ঙ. ইসলাম মার্কসবাদকে প্রত্যাখ্যান করে	৪৩
দারিদ্র্য দূরীকরণে ইসলামি উপায়	**৪৯**
প্রথম উপায় : শ্রম	**৫০**
শ্রমের ব্যাপারে ইসলামের মূলনীতি	৫০
সারকথা	৬৫
দ্বিতীয় উপায় : দরিদ্র আত্মীয়স্বজনের তত্ত্বাবধান	**৬৭**
দরিদ্র আত্মীয়ের ভরণপোষণ	৬৯
নিকটাত্মীয়ের ভরণপোষণের ব্যাপারে নবিজির রায়	৭১
নবিজির রায় ও কুরআনের বিধান	৭৩
উমর ও জায়েদ ইবনে সাবিত (রা.)-এর সিদ্ধান্ত	৭৪
প্রখ্যাত ইমামদের ঐকমত্য	৭৫
ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মাজহাব	৭৫
ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর মাজহাব	৭৬

আত্মীয়ের ভরণপোষণ বাধ্যতামূলক হওয়ার শর্তসমূহ ৭৭
ভরণপোষণ বলতে কী বোঝায় ৭৮
আত্মীয়ের ভরণপোষণের ব্যবস্থা ইসলামের বৈশিষ্ট্য ৮০
তৃতীয় উপায় : জাকাত ৮১
জাকাত কেন ফরজ হলো ৮১
দারিদ্র্য দূরীকরণের শক্তিশালী উৎস ৮২
জাকাতুল ফিতর ৮৩
ফিতরার বৈশিষ্ট্যসমূহ ৮৩
ইসলামে জাকাতের গুরুত্ব ৮৫
জাকাত সুনির্দিষ্ট হক ৯৪
জাকাত প্রসঙ্গে রাষ্ট্রের দায়িত্ব ১০০
পবিত্র কুরআনের নির্দেশনা ১০০
সুন্নাহর আলোকে ১০১
সাহাবায়ে কেরামের ফতোয়া ১০৩
সরকারি ব্যবস্থাপনায় জাকাত সংগ্রহ ও বিতরণের কারণ ১০৮
জাকাতের কোষাগার ১০৫
জাকাতবিষয়ক বিশেষ বিভাগ ১০৬
কর, খাজনা ও জিজিয়ার কোষাগার ১০৬
গনিমত ও ভূ-অভ্যন্তরে প্রাপ্ত খনিজ সম্পদের কোষাগার ১০৬
মালিকবিহীন সম্পত্তির কোষাগার ১০৬
দরিদ্র ও নিঃস্ব কে ১০৭
ভিক্ষাবৃত্তি থেকে বিরত অভাবগ্রস্তদের জাকাত ১০৯
উপার্জনক্ষম সবলের জন্য জাকাত নেই ১১১
ইবাদতে নিমগ্ন ব্যক্তি জাকাত গ্রহণ করতে পারবে না ১১৩
ইলম অন্বেষণে ব্যস্ত লোক জাকাত গ্রহণ করতে পারে ১১৩
ফকির-মিসকিনকে কী পরিমাণ জাকাত দেওয়া হবে ১১৩
প্রথম মাজহাব ১১৪
ইমাম নববি (রহ.)-এর বক্তব্য ১১৪
দ্বিতীয় মাজহাব ১১৬
বিয়েও মৌলিক প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত ১১৭
বই মৌলিক প্রয়োজনভুক্ত ১১৮
কোন মাজহাব অধিক যুক্তিসংগত ১২০
মানসম্মত জীবন ১২০
স্থায়ী ও নিয়মিত ভাতা ১২২
জাকাতের অর্থ বণ্টনে ইসলামের নীতি ১২৪

পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম সামাজিক গ্যারান্টি ১২৭
চতুর্থ উপায় : রাষ্ট্রীয় কোষাগারের তত্ত্বাবধান ১৩০
পঞ্চম উপায় : জাকাত ব্যতীত অন্যান্য আর্থিক খাত ১৩৮
প্রতিবেশীর প্রতি দায়িত্ব ১৩৮
ঈদুল আজহার কুরবানি ১৪০
শপথ ভঙ্গের ক্ষতিপূরণ ১৪০
'জেহারের' কাফফারা ১৪১
অভাবীদের প্রয়োজন পূরণে ব্যবস্থা ১৪৩
আল্লামা ইবনে হাজম (রহ.)-এর অভিমত ১৪৯
কুরআন থেকে দলিল ১৪৯
সুন্নাহ থেকে দলিল ১৫০
সাহাবি-তাবেয়িগণের বক্তব্য ১৫১
ষষ্ঠ উপায় : ঐচ্ছিক দান ১৫৩
জনকল্যাণধর্মী ওয়াকফ ১৬০
রেকর্ডপত্রের ভাষ্য ১৬১
নির্যাস ১৬৩
ব্যক্তিপর্যায় ১৬৩
সামাজিক পর্যায় ১৬৩
রাষ্ট্রীয় পর্যায় ১৬৪
দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলামি সমাজব্যবস্থার অপরিহার্যতা ১৬৫
সমাধান নেই জোড়াতালিতে ১৬৬
জাকাতের পরিমাণ নগণ্য হওয়ার কারণ ১৬৮
ইসলামি অর্থব্যবস্থা উৎপাদন বৃদ্ধি করে, হ্রাস ঘটায় দারিদ্র্যের সংখ্যা ১৬৯
ইসলামি জীবনব্যবস্থা পূর্ণাঙ্গ ও অবিভাজ্য ১৭০
দারিদ্র্যের সামাজিক মর্যাদা ১৭২
দরিদ্র জনগণ ইসলামের দৃষ্টিতে বিশেষ কোনো শ্রেণি নয় ১৭৩
দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে ইসলামের বিজয় ১৭৫

দারিদ্র্য সমস্যা ও মানুষের বিভিন্ন মতবাদ

প্রাচীনকাল থেকে দারিদ্র্য সম্পর্কে মানুষের মধ্যে বিভিন্ন ধারণা ও মতবাদ চালু আছে। এই অধ্যায়ে আমরা প্রচলিত প্রধান কয়েকটি মতবাদ সম্পর্কে আলোচনা করব, ইনশাআল্লাহ।

সন্ন্যাসবাদ

সন্ন্যাসবাদীদের অর্থাৎ কথিত অধ্যাত্মবাদী এবং একশ্রেণির দরবেশের ধারণা হলো, দারিদ্র্য এমন কোনো মন্দ কিছু নয় যে, যা থেকে মুক্তি কামনা করতে হবে। আবার তা এমন কোনো সমস্যা নয়, যার সমাধান খুঁজে বের করা জরুরি। তাদের মতে, দারিদ্র্য হলো আল্লাহর বিশেষ অনুকম্পা ও নিয়ামত। তিনি তাঁর বিশেষ ও প্রিয় বান্দাদের তা এজন্যই দান করেন, যেন তাদের অন্তর আখিরাতের প্রতি যথাযথভাবে আকৃষ্ট থাকে। তারা যেন দুনিয়া হতে বিমুখ হয়ে আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত থাকেন। আর মানুষের প্রতি থাকেন দয়াবান। পক্ষান্তরে বিত্ত-ভৈবব মানুষকে করে অবাধ্য, বিলাসী ও আত্মম্ভরি।

সন্ন্যাসবাদীদের অনেকে বলেন, এ জগৎ হলো বিশেষ এক হাঙ্গামা, ফ্যাসাদ। পৃথিবীটাই একটা বিপদ, একটি যন্ত্রণা। পৃথিবীকে টিকিয়ে রাখার চেয়ে এর ধ্বংসকে ত্বরান্বিত করা কল্যাণের দাবি। অন্ততপক্ষে এ পৃথিবীতে মানুষের অবস্থানের সময়সীমাকে সংকুচিত করাতেই রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ। এ কারণে বুদ্ধিমানদের উচিত উন্নত জীবনের উপকরণ বর্জন করে জীবনধারণের ন্যূনতম উপায় গ্রহণ করা।

অনেক পৌত্তলিক ও প্রত্যাদিষ্ট ধর্মাবলম্বী রয়েছে, যারা দারিদ্র্যের পবিত্রতায় বিশ্বাসী। কারণ, দারিদ্র্য হলো দেহকে সাজা দেওয়ার একটি উপায়। আর দেহকে শাস্তি দেওয়া আধ্যাত্মিক উন্নতির বিশেষ পন্থা। বিভিন্ন বিজাতীয় সংস্কৃতি তথা ভারতীয় সাধুবাদ, পারস্য ম্যানিচিজম, খ্রিষ্ট সন্ন্যাসবাদ ইত্যাদির প্রভাবে কিছু কিছু মুসলিম সুফিবাদীর মধ্যেও এ ধারণার অনুপ্রবেশ ঘটেছে। আর তা মূল ইসলামি সংস্কৃতির সাথে মিশে তার স্বচ্ছতাকে ঘোলাটে করেছে।

আমার মনে পড়ছে, কোনো এক বইতে একটি বাণী পড়েছি। এই বাণী নিয়ে তাদের ধারণা হলো, এটি পূর্বে অবতীর্ণ কোনো ধর্মগ্রন্থ হতে উদ্ধৃত হয়েছে। বাণীটি হলো—'যখন দেখবে দারিদ্র্য এগিয়ে আসছে, তখন বলবে, সৎ মানুষের বন্ধু তোমাকে স্বাগত। আর যখন দেখবে বিত্ত এগিয়ে আসছে বলবে, পাপের অগ্রীম শাস্তি হাজির হচ্ছে।' এই সমস্ত মানুষ, যারা দারিদ্র্য সম্পর্কে এমন ধারণা পোষণ করে, তাদের কাছে দারিদ্র্য সমস্যার সমাধান চাওয়া বৃথা। কারণ, তারা দারিদ্র্যকে সমস্যাই মনে করে না।

অদৃষ্টবাদ

দারিদ্র্যের প্রতি এ শ্রেণির মানুষদের ধারণা সন্ন্যাসবাদীদের মতো নয়। তারা দারিদ্র্যকে সমস্যা ও বিপদ মনে করে। তবে তাদের ধারণা হলো, দারিদ্র্য নিয়তির খেলা। এর কোনো ওষুধ নেই, চিকিৎসা নেই। দরিদ্রের দারিদ্র্য এবং ধনীর ধন মহান আল্লাহ ইচ্ছারই প্রতিফলন। তিনি সকল

মানুষকে বিত্তশালী করতে পারেন; আবার সকলকে ধনকুবের কারুনের মতো বিশাল ধনভান্ডারের অধিকারী বানাতে পারেন। কিন্তু তিনি এক শ্রেণিকে অপর শ্রেণির ওপর মর্যাদা দিয়েছেন। তিনি কারও জন্য রিজিককে সচ্ছল-সহজ করে দেন, আবার কারও জন্য করে দেন সংকুচিত। কেউ তাঁর বণ্টন প্রক্রিয়াকে কোনোভাবেই ব্যাহত করতে পারবে না। পারবে না তাঁর হুকুমকে টলাতে। অদৃষ্টবাদীরা এ ধরনের অনেক হক কথা উচ্চারণ করে তাদের বাতিল ধারণাকে শক্তিশালী করার প্রয়াস পায়।

এই শ্রেণির মানুষদের কাছে দারিদ্র্য সমস্যার সমাধান একটিই। তা হলো, দরিদ্রদের বলা হবে—নিয়তিকে সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নাও, বিপদে ধৈর্য ধরো, অল্পে তুষ্ট হও। অল্পে তুষ্টি হলো এমন এক খনি, যার শেষ নেই; এমন সম্পদ, যার নেই কোনো উপসংহার। তাদের মতে, যেকোনো অবস্থায় বাস্তবকে মেনে নেওয়া হলো অল্পে তুষ্টির (কানায়াত) সংজ্ঞা।

ধনীদের আড়ম্বরতা ও বিলাসিতার ব্যাপারে অদৃষ্টবাদীদের কোনো মাথাব্যথা নেই। তাই ধনীদের প্রতি তাদের কোনো উপদেশও নেই। তাদের উপদেশ একমাত্র দরিদ্রদের প্রতি। দরিদ্রদের প্রতি তাদের উপদেশ হলো—'এটাই তোমাদের জন্য আল্লাহর বণ্টন। কাজেই তাতে সন্তুষ্ট হয়ে যাও। এরচেয়ে বেশি কিছু চেয়ো না এবং এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটানোরও চেষ্টা করো না।'

ব্যক্তিগত অনুদানবাদ

দ্বিতীয় শ্রেণির মতো এ শ্রেণি দরিদ্রতাকে অশুভ ও বিপদ মনে করে। তারা মনে করে এটি একটি সমস্যা। এর সমাধান দরকার। তবে দ্বিতীয় শ্রেণির মতো এদের সমাধান ফকিরদের অল্পে তুষ্টি ও ধৈর্যধারণের উপদেশদানের মধ্যে সীমিত নয়। এই শ্রেণি মানুষেরা দারিদ্র্য সমস্যার সমাধানে আরেক ধাপ অগ্রসরমান। তারা ধনীদের দান ও সাদাকা করার উপদেশ দেয়। যারা দান-সাদাকা করে, তাদের সুপরিণতির সুসংবাদ শোনায়। তারা কখনো কখনো দরিদ্রদের প্রতি কঠোর ব্যক্তিদের অশুভ পরিণতি এবং জাহান্নামের শাস্তির কথা বলে হুঁশিয়ার করে। তবে এদের কাছে বঞ্চিত মানুষের জন্য ধনীদের সম্পদে সুনির্দিষ্ট কোনো পরিমাণ পাওনা নেই। ধনীরা তাদের দায়িত্ব এড়িয়ে গেলে তাদের কোনো শাস্তিরও ব্যবস্থা নেই। নেই দরিদ্র মানুষের হক আদায়ের কোনো নিশ্চয়তা বিধান। তাদের সমাধান পুরোটাই নির্ভর করে সৎ ও বিশ্বাসী মানুষের হৃদয় ও বিবেকের ওপর, যারা পরকালীন পুণ্য চায়, শাস্তিকে ভয় পায়। তারা এতটুকু বলে—পরকালের প্রতিদান তারাই পাবে, যারা দান-খয়রাত করবে, আর পরজীবনে শাস্তি তারাই পাবে, যারা কৃপণতা করবে, দান হতে বিরত থাকবে।

এ রকম ধারণা ইসলামের আগের ধর্মগুলোর। ব্যক্তিগত দান ও স্বেচ্ছা সাদাকার ওপর তাদের সমাধান নির্ভরশীল। সন্ন্যাসবাদ ও অদৃষ্টবাদ অনেক ধর্মগুরু ও ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের মাঝে বিরাজমান ছিল, সে ব্যাপারে তাদের কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। মধ্যযুগে ইউরোপে এ ধারণাই ছিল সম্প্রসারণশীল। বিত্তবানদের সম্পদে দরিদ্রদের কোনো বিশেষ অংশ ছিল না। সৎ ব্যক্তিরা যা অনুগ্রহ করে দিত, তাতেই তাদের তুষ্ট থাকতে হতো।

পুঁজিবাদ

চতুর্থ এই শ্রেণির কাছে দারিদ্র্য হলো জীবনের একটি সমস্যা। তবে এর জন্য দায়ী দরিদ্র ব্যক্তি নিজেই বা তার ভাগ্য বা নিয়তি অথবা অন্যকিছু। কিন্তু কোনোক্রমেই দেশ, জাতি বা ধনীরা এর জন্য দায়ী নয়। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেই নিজের ব্যাপারে দায়িত্বশীল। তার কাজকর্ম ও ধনসম্পদের ক্ষেত্রে সে স্বাধীন।

এ শ্রেণির গুরু হলো কারুন। সে ছিল মুসা (আ.)-এর গোত্রভুক্ত। তবে সে তাঁর অবাধ্য হয়ে উঠেছিল। আল্লাহ তাকে এতই সম্পদ দিয়েছিলেন যে, তার চাবিগুলো বহন করা শক্তিশালী একদল শ্রমিকের জন্য ছিল কষ্টসাধ্য। তার জাতি যখন তাকে উপদেশ দিয়ে বলল—

وَابْتَغِ فِيمَآ اٰتٰىكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَاَحْسِنْ كَمَآ اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْاَرْضِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ-

'আল্লাহ তোমাকে যা কিছু দিয়েছেন, তার ভেতর দিয়ে পরজীবনের কল্যাণ খুঁজে নাও, তোমার পার্থিব জীবনের অংশের কথা ভুলো না। আল্লাহ তোমাকে যেভাবে অনুগ্রহ করেছেন, তুমিও সেভাবে অনুগ্রহ করো আর পৃথিবীতে হাঙ্গামা সৃষ্টি করো না।'[১]

কুরআনের ভাষায় কারুনের গর্বিত প্রত্যুত্তর ছিল এরূপ—

قَالَ اِنَّمَآ اُوْتِيْتُهٗ عَلٰي عِلْمٍ عِنْدِيْ

'আমার জ্ঞানের কারণেই আমি এ সম্পদ পেয়েছি!'[২]

কারুনের মতবাদে বিশ্বাসীরাও মনে করে, তারা যে সম্পদ সঞ্চয় করেছে, তা একমাত্র তাদের মেধার বলেই সম্ভব হয়েছে। এ ব্যাপারে আর কেউ তার শরিক নয়। কাজেই সম্পদের ব্যাপারে একমাত্র অধিকার শুধু তারই। সে যেভাবে ইচ্ছা ব্যয় করবে। কারও কিছু বলার থাকবে না। সে দয়াপরবশ হয়ে দরিদ্রকে কিছু দান করলে তা হবে তার একান্ত অনুগ্রহ।

এই শ্রেণির মানুষদের মত হলো, সমাজের দায়িত্ব সকলকে উপার্জনের সুযোগ দেওয়া। যারা উপার্জন থেকে পিছিয়ে পড়বে, তাদের ব্যাপারে সমাজের কিছু করার নেই। ধনীরাও তাদের ব্যয় বহনে বাধ্য নয়। হ্যাঁ, দয়া-দাক্ষিণ্য করতে পারে। পৃথিবীতে প্রশংসা কুড়ানোর জন্য বা যারা পরকালে বিশ্বাসী, তারা পরকালে প্রতিদান পাওয়ার আশায় এই দয়া দেখাতে পারে। এই ধারণাটি হলো পুঁজিবাদী ধারণা, যা আধুনিক কালের সূচনাতে ইউরোপে প্রবল পরাক্রমে ছিল।

যে সমাজের এই অবস্থা, এ দর্শন সে সমাজে দুঃখী-দরিদ্রদের অবস্থা হৃদয়হীনদের পাল্লায় পড়া এতিম-অনাথদের অবস্থার চেয়েও শোচনীয় হতে বাধ্য। তাদের চাওয়ার মতো কোনো অধিকার নেই, জীবনযাপনের জন্য কোনো আশ্রয় নেই। এ কারণে পুঁজিবাদ তার যৌবনে পরম নিষ্ঠুরতা ও স্বার্থপরতার কলঙ্কের কালিমালিপ্ত ছিল। পুঁজিবাদ ছোটোদের প্রতি দয়া করেনি, নারীদের প্রতি নমনীয়তা প্রদর্শন করেনি, দুর্বলদের প্রতি দেখায়নি মহানুভবতা, ফকির-দরিদ্রের প্রতি তাকায়নি দয়ার দৃষ্টিতে। বাধ্য হয়ে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা কারখানায় দৌড়েছে। অতি অল্পমূল্যে শ্রম দিয়েছে।

---

[১] সূরা কাসাস : ৭৭

[২] সূরা কাসাস : ৭৮

না হলে সমাজের অপ্রতিরোধ্য চাকা তাদের পিষে ফেলবে। সমাজ নামক জঙ্গলের পাষাণ হায়েনারা তাদের পদদলিত করে বসবে।

এ নিষ্ঠুর ধনতন্ত্র বিভিন্ন পরিস্থিতি, যুদ্ধ, সংগ্রাম ও বিশ্বের নানা দেশে সমাজতন্ত্রের উত্থানের ফলে নিজের অবস্থানকে কিছুটা শুধরিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছে। দুঃখী, দরিদ্র ও অভাবীর অধিকারের কথা কিছুটা স্বীকার করে নিয়েছে। পুঁজিবাদের এ শুভ মানসিকতা রাষ্ট্র ও আইন প্রণয়নের ফলে ধীরে ধীরে উন্নত হতে চলেছে। একপর্যায়ে সামাজিক বিমা ও সামাজিক গ্যারান্টির নিয়ম প্রবর্তিত হয়েছে। বীমার নিয়ম হলো, নাগরিক তার উপার্জন থেকে একটি অংশ জমা দেবে, বিনিময়ে তার সাময়িক বা স্থায়ী কর্মক্ষমতার সময় নিরাপত্তা ভোগ করবে। এ হিসেবে সীমিত আয়ের মানুষ বিপুল আয়ের মানুষের তুলনায় কম নিরাপত্তা পাবে। অথচ তারাই বেশি নিরাপত্তার মুখাপেক্ষী।

গ্যারান্টির নিয়ম হলো, নাগরিক কোনো অর্থ জমা দেওয়া ছাড়াই রাষ্ট্র তার সাধারণ বাজেট থেকে কর্মক্ষম ও অভাবীদের সাহায্য করবে।

মার্কসবাদ

অপর এক শ্রেণি বলে, ধনীদের তাদের সম্পদ থেকে বঞ্চিত করা, তাদের সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা এবং ধনী শ্রেণির মূলোৎপাটন ছাড়া দারিদ্র্যের দূরীকরণ ও দরিদ্রের প্রতি ইনসাফ হতে পারে না। এজন্য সমাজের অন্যান্য শ্রেণিকে তাদের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তুলতে হবে। তাদের অন্তরে জাগিয়ে তুলতে হবে হিংসা-বিদ্বেষ। বিভিন্ন শ্রেণির মধ্যে সংঘর্ষের আগুনকে জ্বালিয়ে দিতে হবে। তাহলে পরিশেষে বিজয়ী হবে সংখ্যাগুরু শ্রেণিই। আর সে শ্রেণি হলো সাধারণ শোষিত শ্রেণি। তাদের ভাষায় তারা হলো প্রলেতারিয়ান (Proletarian)।

এ শ্রেণি শুধু ধনীদের উৎখাত ও তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার আহ্বান জানিয়ে ক্ষান্ত হয়েছে তা-ই নয়; বরং ব্যক্তিমালিকানার ধারণার বিরুদ্ধেও ছিল তাদের জঙ্গি লড়াই। তাদের মতে, কোনো মানুষ কোনো কিছুর মালিক হতে পারবে না; তার উৎস যা-ই হোক। বিশেষত ভূমি, শিল্পকারখানা, যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য উৎপাদনসামগ্রী।

এ শ্রেণি হলো সাম্যবাদী ও বিপ্লবী সমাজবাদী। কট্টর ও মধ্যমপন্থি সমাজবাদীদের মধ্যে নানা বিষয়ে মতভেদ থাকলেও মূল এ ধারণাতে তারা এক ও অভিন্ন; যদিও তা বাস্তবায়নের উপায় নিয়ে তারা বিভিন্ন মতাবলম্বী। কেউ কেউ সাংবিধানিক ও গণতান্ত্রিক উপায়ের পক্ষে। আবার কেউ কেউ বিপ্লবের পক্ষে। জর্জ বর্জান এবং পিয়ার র‍্যাম্বার তাদের যৌথ রচনা *এটাই সমাজতন্ত্র*-তে বলেছেন—'তারা কেউ কেউ বলে, সমাজতন্ত্র মানে ব্যক্তিস্বাধীনতা ও ব্যক্তির সম্মান। অন্যরা উত্তরে বলে—না, সমাজতন্ত্র মানে জনগণকে উৎপাদনসামগ্রীর মালিক এবং শ্রমিক শ্রেণির ডিক্টেটরশিপ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চালানো।'

আমরা এ বিষয়ে উত্তপ্ত বিতর্কে যেতে চাই না। এটি নতুন কোনে বিষয় নয়। বিষয়টি সম্পর্কে ম্যাক্সিম লোরো তার *ফরাসি সমাজতন্ত্রে অসেনানিরা* বইতে লিখেছেন—'প্রুঁধো ও সারন স্যামনের সমাজতন্ত্র বলাঙ্কি সমাজ থেকে স্বতন্ত্র। এসব সমাজতান্ত্রিক ধারণা লুয়াইস ব্লান, কারি কোরিয়ার ও ব্যাকোরের চিন্তাধারার সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। আপনি এসব দল-উপদলের মাঝে দেখতে

পাবেন তীব্র তিক্ত দ্বন্দ্ব। তবে এসব সমাজবাদ একই সুতায় গাঁথা। সকলের উদ্দেশ্য অভিন্ন, তা হলো—সমাজের সকল অত্যাচার-নির্যাতনের উৎস ব্যক্তিমালিকানাকে উচ্ছেদ করা।'[৩]

বিপ্লবের সমাজতন্ত্র বা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র বা মার্কসপন্থি সমাজতন্ত্র আর সাম্যবাদের মধ্যে পার্থক্য খুবই সামান্য। উভয় মতবাদে জীবন ও মানুষের বিষয়টি বস্তুবাদী মানসিকতার ওপর প্রতিষ্ঠিত—ধর্মকে ঘৃণা করে। সমাজ থেকে ধর্মকে উচ্ছেদ করতে চায়। ধর্মহীন সেক্যুলার রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানায়। এ মতবাদ দুটোর অবস্থান গোঁড়ামি ও রক্তাক্ত দাঙ্গার ওপর। তারা শক্তি দিয়ে প্রচলিত সমাজব্যবস্থাকে ভাঙচুর করতে চায়।

অধ্যাপক মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ আনান বলেন—'সাম্যবাদের লক্ষ্য ঠিক তা-ই, যা সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য। খাঁটি সমাজবাদ পরিশেষে গিয়ে সাম্যবাদে মিলিত হয়। বিপ্লবী সমাজবাদ হুবহু সাম্যবাদ। বিস্তারিত কাঠামো এবং কিছু পদক্ষেপে অতি সামান্য পার্থক্য ছাড়া আর সবই এক। মধ্যমপন্থি সমাজবাদের মতো সাম্যবাদ কোনো সমঝোতা বা শান্তিপূর্ণ পন্থার সাথে পরিচিত নয়।

সাম্যবাদ নিজের লক্ষ্য হাসিলে একমাত্র বিপ্লবী উপায়ের ওপর নির্ভরশীল, অন্য কোনো উপায় নয়।[৪]

---

[৩] অনুবাদক : মুহাম্মাদ ইতানি, *হাজিহি হিয়াল ইশতিরাকিয়া* : ১৩

[৪] *আল মাজাহিবুল ইজতিমাইয়াতুল হাদিসা*